



DURGABARI SONGBAD

FIRST EDITION | JANUARY 2025



Alpona by Indrani Chatterjee



The Winters



CONTENTS



PAGE 1

Editor's Note

PAGE 2

শীতকালের সাতকাহন

PAGE 3

শীত, তোমাকে

PAGE 4

শীতের আড্ডা

PAGE 5

Winters' Embrace

PAGE 6

The Magic of Christmas

PAGE 7

জনপ্রিয় মিষ্টি আবার খাবো

PAGE 8

বড়ো দিনের ছোটো
ছোটো খুশী গুলো

PAGE 9

সুরক্ষিত

PAGE 10

Sunny Winters: A
Tropical Tale

PAGE 11

Upcoming events

PAGE 12

Thank you Note



DURGABARI SONGBAD

FIRST EDITION | 2025

শীতের কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় মিশে এলো দুর্গাবাড়ি সংবাদের শুভ সূচনার আনন্দসংবাদ। দুর্গাপূজোর পর থেকে অনলাইনে সংবাদ প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। লেখা জোগাড়, এডিটিং, টেকনিক্যাল নানাদিক নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হলো টিমসংবাদের যখন দেখা গেল আমাদের মেল বক্স ভরে উঠছে বিভিন্ন লেখালেখিতে। তাতে কোনো লেখায় জমে উঠেছে শীতের আড্ডা, বেশ কিছু লেখায় রয়েছে শীতের সোনা রোদের হাতছানি। শীত মানেই উৎসব। উৎসব মানেই খাওয়াদাওয়া। সেই সব গল্পউঠে এসেছে নানা লেখায়, নানা খোঁজ খবরে।

শুধু বড়রা নয় সাড়া পেয়েছি আমরা ছোটদের থেকেও। তাদের মন ভরানো আঁকা লেখা আমাদের মন ছুঁয়ে নিয়েছে তাই আশা করা যায় আপনাদের ও নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

একটি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি টিমের পরিশ্রম এবং তার পাঠকদের সহযোগিতা। বেশ কয়েক বছর পরে প্রকাশ পাচ্ছে এই সংবাদ নতুনভাবে। তাই যাঁরা এই পত্রিকা প্রথম আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমরা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি অনলাইন দুর্গাবাড়ি সংবাদ।

টিমসংবাদ

লেখাসহায়ক টিম
সুদেষ্ণা মিত্র
পূর্ণেন্দু দত্ত

ডিজাইনিং টিম
ঋদ্ধি চ্যাটার্জী
শ্রেয়া ব্যানার্জি
বর্ণা নায়ার।

টেকনিক্যাল টিম
রনদীপ মজুমদার
অরুণাভ সিনহা





শীতকালের সাতকাহন

-অঞ্জন কুমার ব্যানার্জী

পৌষ মাস পড়তেই ভোরের হিমেল বাতাসে ঘুমটা ভেঙে গেল। পায়ের কাছে রাখা চাদরটা গায়ে দিতে দিতে অনুভব করলাম শীতকালের আগমন। কিছুদিন পর ডিভান বা আলমারি থেকে লেপ-কম্বল বেরিয়ে পড়বে। লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমানোর মজাটাই আলাদা। মন চলে গেল ছেলেবেলায়। শীতেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। পড়া মুখস্থ করার জন্য মা'র সেই জোর করে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা কারণ তাঁদের ধারণা ছিল ভোরবেলায় পড়লে তাড়াতাড়ি পড়া মুখস্থ হয়। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাংলা পরীক্ষায় 'শীতকাল'র রচনা। বাবা পই পই করে বলতেন 'শীতকাল' টা অবশ্যই পড়বি। এখন ভাবলে অবাক লাগে বাবার গেস মিলে গিয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শীতকালের রচনা অবশ্যই থাকতো। সেইজন্য বোধহয় শীতকাল এলেই নানান ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

এখন ষাট বছর বয়সে লংকোট আর বাঁদরটুপি পরে ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকায় ঘেরা বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মিষ্টি রোদের আমেজ নিতে নিতে মন চলে যায় ছেলেবেলার হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় সাতসকালে কুয়াশাঘন রাস্তায় স্কুল যাওয়ার দৃশ্যে। ফুলহাতা সোয়েটার, মাথায় টুপি, গলায় মাফলার, পায়ে মোজা কিছুই বাকি নেই। এদিকে রাস্তার দুধারে পাতলা চাদর বা ছেঁড়া সোয়েটার গায়ে দিয়ে গরীব- দুঃখীরা তখন শুকনো পাতা আর গাছের ডাল জ্বালিয়ে আগুনের তাপ নিচ্ছে। ওরই পাশে এক বৃদ্ধকে শীতের প্রকাপে কাশতে দেখা যেত। কুয়াশা ভেদ করে দেখা যেত কিছু লোকের প্রাতঃভ্রমণের আনাগোনা। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে মুখে কিছু গুঁজে নিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া রোজকার রুটিন ছিল। মায়ের দেওয়া ডাসা পেয়ারাটা খেতে খেতে যখন মাঠে পৌঁছতাম সূর্য তখন ডুবুডুবু। ক্রিকেট খেলা তখন শেষ পর্যায়। লাস্ট ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করছে। আমাকে দেখেই ক্যাপ্টেন বিল্টু চৈঁচিয়ে উঠত, "তুই ফিল্ডিং করিস না, ব্যাটিং পাবি না"। অনেক কাকুতি মিনতি করে মোট দু'ওভার ব্যাটিং করার সুযোগ পেতাম। মনটা খারাপ হয়ে যেত। গরমকালে তো এমন হয় না। তখনই মনে পড়ত, শীতকালেই তো দিন ছোট আর রাত বড় হয়। সেদিন ফেরার সময় বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ফুটপাথে একটা ভিথিরিকে কাঁপতে দেখে বিল্টু হঠাৎ নিজের হাফ সোয়েটারটা খুলে ভিথিরির গায়ে ছুঁড়ে দিল। আমি অবাক। "তোর বাড়িতে বকবে না"? "না, আমার অনেক আছে"। সেই বিল্টু টাকার জোরে আজ লম্বনে। বিরাট বিজনেস। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে পাশের বাড়ির ফুচকে মেয়েটার গান কানে আসতো- "হিমের রাতে এই গগনের দীপগুলিরে". দুমিনিট দাঁড়িয়ে শুনতাম। মনটা ভাল হয়ে যেত। ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই বাবার গলা শুনতে পেতাম। "ছেলেকে বোলো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে, বেশ ঠান্ডা পড়ছে। আজ সাত ডিগ্রী। কাশ্মীরে বরফ পড়ছে"। রান্নাঘরে 'হ্যাঁক' শব্দে আমি বর্তমানে ফিরে এলাম। বিকেলবেলা চায়ের সঙ্গে ফুলকপির সিঙ্গারায় মগ্ন হয়ে কখন যে ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলাম মনে নেই। সামনে গির্নী প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। কয়েকদিন ধরেই রকমারি পিঠেপুলি চলছে। আজ নলেন গুড় দিয়ে আসকে পিঠে। সঙ্গে গুড়ের সন্দেশ। প্লেটটা টেবিলে রেখে গির্নী বলে গেল, "আর চাইবে না। রাতে কড়াইশুটির কচুরি আর বেগুনভাজা আছে"। উৎফুল চিত্তে যেই খেতে যাব হঠাৎ দূরে শোনা যায়, "বল হরি, হরি বোল"। মনটা 'ছ্যাৎ' করে ওঠল। চেনাজানা কেউ নয় তো! আওয়াজটা কাছে আসতেই দুজনের কথোপকথন শুনতে পেলাম। "কে গেল রে"? "ও পাড়ার হরিপদবাবু। বেশী বয়স হয়নি, প্রায় আশি। কিন্তু ঠান্ডাটা নিতে পারলেন না"। হরিপদবাবু বিশেষ পরিচিত ছিলেন না কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও এখন মাঘ মাস তবু পৌষ মাসের ওপর ছেলেবেলায় শোনা একটা প্রচলিত বাক্যটাই মনে পড়ল, "কারও পৌষ মাস তো কারও সর্বনাশ"। 'দাদু' ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি আমার চার বছরের নাতি। তখনও বলে চলেছে, "দাদু সরস্বতী পূজো কবে? আমরা কুল কবে খাব"?

শীত, তোমাকে

ঈঙ্গিতা বসু

তোমাকে কেমন বোঝা যায়
সকালের নরম রোদ্দুরে,
তোমাকে কেমন চেনা যায়
পাতা ঝরার শব্দে।
তোমাকে কেমন হোঁয়া যায়
শুষ্ক ছকের আড়ালে,
তোমাকে কেমন পাওয়া যায়
বছরের শেষ প্রান্তে।

তোমাকে কেমন হারিয়ে ফেলি
মদ মানুষের উল্লাসে,
তোমাকে কেমন নগ্ন করি
নিশীথ রাতের অঙ্ককারে।
তোমাকে কেমন হত্যা করি
দুর্বিনীত অত্যাচারে,
তোমাকে কেমন বিদায় করি
বসন্তের রিক্ত শ্মশানে॥

শীতের আড্ডা

Biplab Das Gupta

এক শীতের সকালে আমাদের আড্ডা বসেছিল কালিবাড়ির প্রাঙ্গণে।দিনটা ছিল রবিবার। সারাদিনের programme নিয়ে আমরা জমায়েত হচ্ছিলাম। আকাশটা মেঘলাই ছিল। মাঝে মাঝে শীতের কনকনে হওয়া শরীরটা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।বেলা এগারটা বেজে গেছিল বোঝাই যায় নি। গরম গলাবন্ধ জাম্পারে সকলেই ঠাণ্ডায় জমে ছিল। ক্যান্টিন থেকে হারু ফটাফট গরম গরম আদা চা নিয়ে এল কাঁচের গ্লাসে। গরম গ্লাসটা হাতের তালুতে জড়িয়ে ধরে চায়ে চুমুক দিতে বেশ মজাই লাগছিল। সেদিনটা আবার আয়োজন করা হয়েছিল শীতের খাবার নিয়ে হৈ চৈ। গরম গরম বিভিন্ন স্বাদের খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরণার ভাজা, সঙ্গে শীতের special পিঠে-পুলি। ক্লাবের মহিলা সদস্যরা তাদের রন্ধন কুশলির নমুনা রাখবেন এই শীতের রসনা ব্যাঞ্জে। আমাদের আড্ডাটাও শুরু হয়েছিল এই শীতের খাবার নিয়ে।

" এই শীতের দিনে কলকাতায় থাকার মজাটাই আলাদা।" হালদারের কথাটা কেটে আমি বলে উঠলাম।" সহরে এখন তো আর খেজুরের রস দেখিই না। বাজারে কখনও কখনও একটি গ্রামের লোককে রসের হাঁড়ি নিয়ে বসতে দেখেছি, কিন্তু অত বেলায় রস তাড়ি হয়ে গ্যাছে। আমার ছোটবেলায় খুব যেতাম আমার মাসির বাড়ি, কোন্নগরে।মেসো একটি লোককে বলে রেখেছিল রস নিয়ে যেতে। সেই লোকটি রোজ সকালে সাতটা বাজতে না বাজতেই দু'হাঁড়ি রস কাঁধে করে নিয়ে আসত.....জমিয়ে খাওয়া হত খেজুর রস।.....দু-তিন গ্লাস রস অনায়াসে মেরে দিতাম। একবার আমি আর আমার ভাই চলে গেছিলাম চাষিদের আস্তানায়। ওখানে গুড় তৈরী হত। ওই ক্ষেতি মজুররা খুব আপ্যায়ন করে আমাদের পেটভরে খেজুরের রস খাইয়েছিল। আমরা দেখলাম, কি করে খেজুর গুড় তৈরী হয়। আসার সময় আমাদের হাতে, খেজুর পাঁটালির প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিল।.....কি অপূর্ব !" জয়ন্ত ভাই বলে ওঠে," দেখুন, আমার জীবনটা Army training academy তে কেটে গেল.....remote corner এ Army camp এ থাকতে হত। সেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যেই খানা-পিনার হুল্লোড়ে দিন কাটত। আমার স্ত্রী, কোথা থেকে শিখেছিল জানিনা, একবার এই শীতের দিনে একটা party হয়েছিল,.....ওই- যাকে আপনারা বলেন "পটলা".....যে যার বাড়ি থেকে কিছু খাবার বানিয়ে আনবে, তারপর সবাই একসাথে সেই খাবার enjoy করবে। কেউ Fried Rice, কেউ Turkey, কেউ Mutton.....আমার স্ত্রী ভার নিয়েছিল Sweets এর। আমরা, পুরুষরা কিছুই জানতাম না খাবার খাওয়ার সময়, সকলের recepie ই দারুণ হয়েছিল। সবশেষে আমার স্ত্রী রাখল পাটালিগুড়ের পায়েস আর পাটিসাপটা। সকলে হৈ হৈ করে উঠল - কি অপূর্ব স্বাদ ! মুহূর্তের মধ্যে item টা খালি হয়েগেছিল।..... তবুও চাহিদা মিটল না। বাধ্য হয়ে আরও একদিন সবাইকে পায়েস খাওয়াতে, আমার ডেরায় নেমন্তন্ন করতে হল।" আমাদের তখন জীভে জল। আমি বলে উঠলাম," শুকনো মুখে এইসব কথা বললে চলবে ?.....আপনার স্ত্রীর গুণগান আমার বুঝব কি করে ? " একগাল হেসে জয়ন্ত ভাই বলে উঠল," ভয় নেই.....ভয় নেই.....আমি শুধু মুখবন্ধটা দিয়ে রাখলাম। আজ আসছে আমার স্ত্রী, আপনারদের সকলকে সেই উপাদেয় taste করাবার জন্য। ওনার কথা শুনে আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠলাম। আমি বললাম," আমাদের ভাগ্যে জুটবে তো ?" জয়ন্তভাই বলে উঠল," সে ব্যবস্থাও করা হয়ে গ্যাছে। দুটো item ই আলাদা করে কিছু রাখা আছে, আমাদের এই আট-নয়জন পেটুক রসিকদের জন্য,..... অন্ততঃ এক ডোনা করে পায়েস আর দুটো করে পাটিসাপটা পাওয়া যাবে.....free of cost."

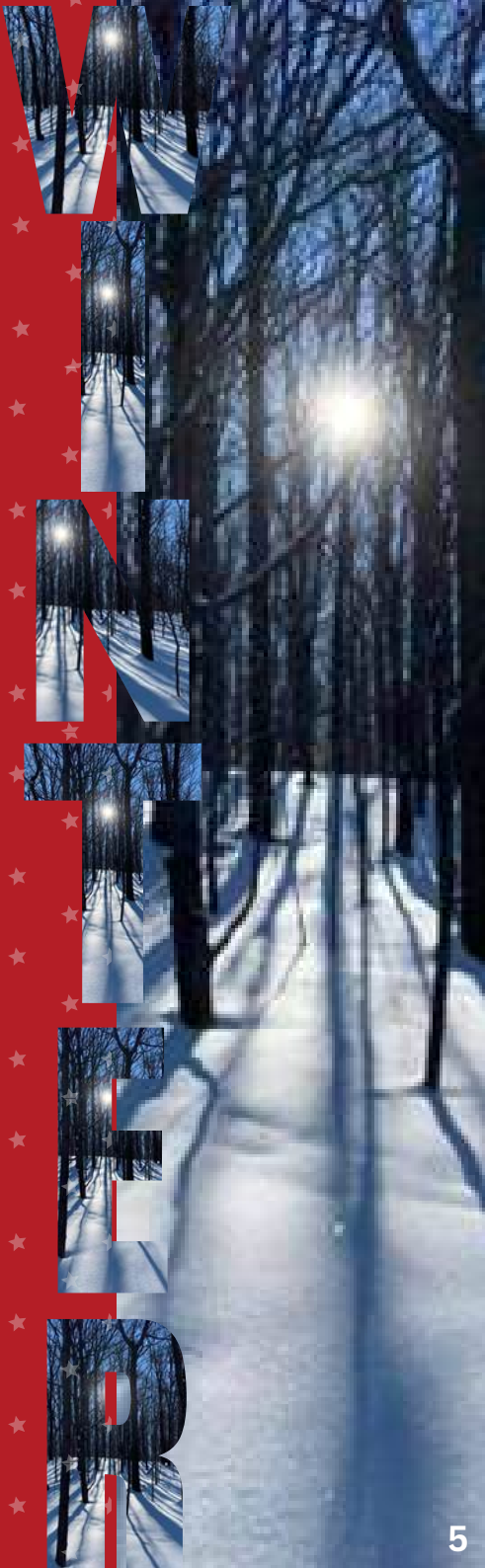
এবার রজতভাই বলে উঠল, শীতের রাতে, কুয়াশার মধ্যে "India Gate"এ দাঁড়িয়ে কখনও কি কেউ ice cream খেয়েছ ?" রজতভাইয়ের কথা শুনে খুব লোভ ধরে গেছিল রাজু ভাইর। ও ভীষণ icecream ভালবাসে। ওর অঙ্গভঙ্গী দেখে রজত ভাই বলে উঠল," আমিও ভাই icecream ভালবাসি।আমার ভাই এইরকম একটা offer আমাকে দিয়েছিল। Offer টা ছিল রাতে বাড়িতে খাবার পর আমরা India Gate এ যাব icecream খেতে। একটা বাজী ধরা ছিল, কে কটা icecream খেতে পারে। যে বাজী হেরে যাবে, তাকেই পুরো icecream খাওয়ার পয়সা দিতে হবে। আমি একবারো রাজী হয়ে গেছিলাম, ভেবেছিলাম সাঁটিয়ে গোটা পঁচেক Cassata icecream তো খাবই। রাত এগারটার সময় আমরা দুটো গাড়ি চড়ে পৌঁছালাম India Gate, NewYears Eve মানাতো। ভীষণ কুয়াশা পরেছিল সেদিন রাতে.....খুব কনকনে ঠান্ডা। আমরা খাওয়া শুরু করলাম।পরিবারের সকলেই একটা আইসক্রিম শেষ করতে ব্যস্ত ছিল। গোটা তিনেক কসাটা আমি খাওয়া শেষ করেছি তো আমার ভাই ওই ঠান্ডা আইসক্রিম কড়মড় করে চাবিয়ে চাবিয়ে পাঁচটা কসাটা খেয়ে ফেলল। আমি হাত তুলে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পুরো ভরপাই আমাকেই করতে হয়েছিল।

বেলা গড়িয়ে সময়টা একটার কাঁটায় ঘোরাঘুরি করছিল ঘড়িতে। খোলা বাগানটায় লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সারি দিয়ে টেবিল সেখানে সব রসনা সাজানোর ব্যবস্থা চলেছে। কয়েকটা টেবিলে গরম আগুনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল, সেইসঙ্গে খিচুড়ির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। আড্ডার মনটাও নাড়া দিয়ে উঠছিল। শীতকালীন রসনার স্বাদ নিতে আমরা,আড্ডাবাজের দল হাজির হয়ে গেলাম সাজানো ভোজন সম্ভারের টেবিলে। শীতের সকালটা সেদিন কেটে গেছিল শীতের রসনার আত্মগোপনে।

Winters' Embrace

Sumit Bhattacharya

The frost creeps softly through the night,
A silver veil in moon's pale light.
Trees stand bare in frozen grace,
Snowflakes dance in a hushed embrace.
The air is crisp, the world so still,
A quiet charm on every hill.
Chimneys puff their smoky breath,
Warding off the winter's depth.
Footsteps crunch on icy ground,
Echoes of a frosty sound.
Scarves and mittens, woollen gear,
Shield us from the biting sphere.
Yet winters bring their warmth anew,
In hearths that glow and skies so blue.
A season cold, yet hearts ignite,
With winter's wonder, pure delight.



The Magic of Christmas

-Pallavi Paul



Christmas bells ring, their melody clear,
Spreading the message of joy and cheer.

A star-lit night, the world aglow,
Wrapped in love as cold winds blow.
The scent of pine and cookies sweet,
Laughter echoes where loved ones meet.

A time to give, a time to share,
A season of hope beyond compare.
Under the tree, dreams take flight,
Christmas brings a sparkling light.
A moment of magic, pure and true,
A gift of peace for me and you.

Wishing you and your families a Christmas filled with love, joy, and
the warmth of cherished memories.

জনপ্রিয় মিষ্টি আবার খাবো

বন্দনা সিনহা

শীতকাল মানেই যে দুই উৎসবের কথা মনে আসে তার মধ্যে একটি যদি বড়দিন হয় অন্যটি পৌষ পার্বণ। যদিও পিঠে পুলি পৌষ পার্বণের আসল আকর্ষণ তবু নলেন গুঁড়ের মিষ্টি শীতের যে কোনো পার্বণেই পরিবেশিত হতে পারে। তাই আমি একটু নতুন ধরনের মিষ্টির রেসিপি দিলাম যা একান্তই আমার নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শেখা।

আবার খাবো তৈরি করতে প্রয়োজন —

দুধ - দেড় লিটার

ভিনিগার - ১ চা চামচ এবং জল এক চা চামচ।

গুড়ো দুধ - দু চামচ

খোয়া স্কীর - ১০০ গ্রাম

নলেন গুড় - ৩০ গ্রাম

প্রস্তুতি পর্ব —

১ লিটার দুধ কড়াইতে ফুটিয়ে নিয়ে লেবুর রস বা ভিনিগারের সাহায্য কাটিয়ে নিতে হবে মিষ্টি তৈরির শুরুতেই।

এরপর বাকি যে আধ লিটার দুধ আছে তার মধ্যে পরিমাণ মতো গুঁড়ো দুধ আর খোয়া মিশিয়ে নিয়ে স্কীরের মন্ড তৈরি করতে হবে।

তারপরে সেই স্কীরের মন্ড থেকেই ছোট ছোট করে নাড়ু তৈরি করে নিতে হবে।

কাটিয়ে রাখা ছানার সঙ্গে খোয়া মিশিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। একদম মিহি হবে যাতে কোনোরকম দানা না থাকে।

এরপর কড়াই গরম করে তাতে গুড় আর ছানার মন্ড মিশিয়ে একটু শক্ত মন্ড তৈরি করতে হবে।

এবার সেই ছানার মন্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে তার মধ্যে স্কীরের নাড়ু ভরে একটি করে গোলাকার বড় নাড়ু বানাতে হবে।

পরিবেশন —

এইভাবে আবার খাবো তৈরি হয়ে গেলে টাটকা মিষ্টি থালায় সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারেন পরিবারের লোকজন অথবা অতিথি অভ্যাগতদের সামনে। আরো একটি কথা যা জানিয়ে রাখা আজকের দিনের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। তা হলো ফুল ক্রিম দুধের ফ্যাট ছাড়া বাকি উপকরণের থেকে যে ক্যালরি হিসেব করে দেখেছি আমি সেটি হলো ৯০ গ্রাম।



বড়ো দিনের ছোটো ছোটো খুশী গুলো

সুলগ্না রায়

ছোট্ট মেয়েটা বড়দিনের কথা প্রথম শুনেছিল তার বাবার কাছে। ইয়ারকু একটা কেক এনে বাবা বলেছিল, কাল সকালে আমরা সবাই মিলে কেক কাটবো। --কেন বাবা? কার জন্মদিন? তুমি যে বলো জন্মদিনে বিদেশীরা কেক কাটে? মেয়ের অবাধ প্রশ্ন। হ্যাঁ সোনা, কালকে যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। ---সেই প্রথম। তারপর থেকে প্রতিবছরই ২৫শে ডিসেম্বর একটা বড়সড় কেক আসতো বাড়িতে। সঙ্গে আসতো জয়নগরের মোয়া আর কমলালেবু। এগুলোর সাথে ২৫ ডিসেম্বরের কি সম্পর্ক আজও জানা নেই। কিন্তু ওই দিন এগুলো আসতোই বাড়িতে। হয়তো শীতকাল উদযাপনের জন্য বাবা এই নিয়ম করেছিল। তখনো পর্যন্ত বাড়িতে সবার জন্মদিন পালন হতো মায়ের হাতের পায়ের খেয়ে; কেক কেটে জন্মদিন পালন তখন ও সকলে আপন করে নেয় নি। তাই একবার মেয়ে বাবার কাছে আর্জি রাখল বড়দিনে কেকের সাথে পায়ের ও হবে। সব মিলিয়ে জমজমাট শীতকাল উদযাপন হতো বড়দিনে।

বড়দিনে বাবা মার সাথে চিড়িয়াখানায় যাওয়াটা ও অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিল বাবা। তখন কলকাতায় না ছিল ইকোপার্ক না ছিল নিকো পার্ক। ডিসেম্বর মাস আসলেই প্ল্যান হয়ে যেত চিড়িয়াখানায় যাওয়া। আর সেই ডে ট্রিপটা হতো যথেষ্ট ঝলমলে। আগের থেকে ঠিক করা হতো কে কে যাবে। কোনও বার আত্মীয়-স্বজনের দল হতো তো কোনও বার পাড়ার কাকু কাকিমা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দল তৈরি হতো। একেক জন একেকটা খাবার বানাতে। কেউ লুচি, কেউ পরোটা, কেউ ঘুগনি কেউ আলুর দম, কেউ আবার মিষ্টি। কমলালেবু আর জয়নগরের মোয়া ছিল ফিক্সড। দিনের দিন সবাই মিলে ব্যাগ ভর্তি খাবার নিয়ে রওনা দেওয়া হতো। শুধু কি খাবার!! সঙ্গে থাকতো ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য রেকট আর কব্, গান বাজানোর জন্য টেপ রেকর্ডার, বড়দের খেলার জন্য তাস, ছোটদের জন্য লুডো, সে এক লম্বা লিস্ট। আর ছিল মায়ের হাতের উল কাঁটা। এত সব লটবহর নিয়ে হলুদ মাথাওয়ালা কালো ট্যাক্সি করে চিড়িয়াখানায় যাওয়া হত। সকাল বেলা বেরিয়ে রাতে ফেরা। সারাদিন হই হই হুটোপাটি ---এক জমকালো ব্যাপার।

বড়দিনের বৈজ্ঞানিক অথবা ভৌগোলিক ব্যাখ্যা মেয়েটা জেনেছে অনেক পরে। ততদিনে কেক খেয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ করে নিয়েছে। এখন আর তার মন ভরে না চিড়িয়াখানায় গিয়ে; এখন আয়োজন হয় পিকনিকের। পিকনিক হলো ডিসেম্বরের শীতে অবশ্য কর্তব্য এক আনন্দ অনুষ্ঠান। হয় বাবার অফিস থেকে, নতুবা পাড়া থেকে, নইলে মামা মাসি মেসো ভাই বোন সকলে মিলে পিকনিক করা হতো। বেশ অনেকদিন আগে থেকে চলতো স্থান নির্বাচন, আর সেটা হয়ে গেলেই শুরু হতো আসল মজা-- মেনু সিলেকশন। এ বলে লুচি তো ও বলে কচুরি, এ বলে মাছ তো ও বলে মাংস। মাংস বলতে তখন কেবল পাঁঠার মাংসই গুরুত্ব পেত। চিকেনের কথা তখন কেউ ভুলেও মনে আনতো না আর ছিল মিষ্টির রকমারি। নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, দই। কেউ বলতো না যে ডায়াবেটিস আছে তাই খাব না!!

পিকনিকে যাওয়া মানে ছিল সবাই একসাথে বড় বাসে করে ডিম পাউরুটি কলা খেতে খেতে স্পটে পৌঁছানো। সেখানে পৌঁছে সবাই মিলে সরঞ্জাম গুছিয়ে রান্না চাপানো। কোনও ক্যাটারিং সার্ভিস তখন পিকনিকে কেউ পছন্দ করত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা কাকা মামা, দাদারা অর্থাৎ দলের পুরুষরা রান্না করতো। এই একটা দিন মায়ের ছুটি থাকতো। মায়েরা বসে গল্প করতো আর সোয়েটার বুনতো, ডিজাইন এক্সচেঞ্জ করতো। খাওয়া-দাওয়া হতো মাটিতে লম্বা লাইন করে বসে বেলা চারটে নাগাদ। সব গুছিয়ে বাস যখন ফেরার পথ ধরতো তখন সূর্য মামা টা টা করছে।

মেয়েটা যখন কলেজে পড়ে তখন বড়দিনের অন্য মজা। ততদিনে সে চিনে গেছে পার্কস্ট্রীট। বোঝারাক এর বড়দিনের আলোকসজ্জা জনকোলাহল তখন তাকে আকৃষ্ট করে। বড়দিনের সন্ধ্যাটা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় হেঁটে চলা আরেক রকম আনন্দ। লম্বা রাস্তা-- নানা রঙের আলো দিয়ে সাজানো, রাস্তার ধারে নানারকম লোভনীয় সব খাবারের দোকান, থিকথিক করছে লোকজন, নানান বয়সের ছেলে মেয়ে নারী পুরুষ সবাই সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পড়ে হেঁটে চলেছে। কারো কারো মাথায় লাল রঙের সান্টা টুপি কারো হাতে বেলুন। সবাই হেঁটে চলেছে; কোথায় যে এই রাস্তা র শেষ কে জানে?? তবে এই আকর্ষণ বেশিদিন টেকেনি! মায়ের বকুনির ঝাপটেই এর সমাপ্তি ঘটেছে।

এর পরবর্তী সময়েও বড়দিন বারে বারে নিয়ে এসেছে একরাশ আনন্দ হইচই হুল্লাড়। কখনো দিদিমণি হয়ে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে নাচ গানের অনুষ্ঠান করানো, কখনো নিজে দলবল নিয়ে অনুষ্ঠান অংশ নেওয়া আর আরো পরে লোটা কন্সল নিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমানো। বড়দিন সারা জীবনই বড় আনন্দের দিন হয়ে থেকে গেছে।

সুরক্ষিত

অদিতি চক্রবর্তী

ও মেয়ে তুই হাস কোথায় ? একা একা এই রাতে,
জানিস না তুই ? মা বলেনি ? নিসনি কাউকে সাথে ?
ভয় নেই তোর মনের মধ্যে ? জানিস না কী হতে পারে ?
হত্যাকারী পিশাচগুলো সব খুঁজে পেয়ে প্রাণে মারে ॥

হয়তো ভাবিস সবাই সমান, সব মানুষ আমরা এক,
কিন্তু এরা বড্ড বাজে, চোখ মেলে তুই দেখ ॥
যদিও এসব নতুন কিছু নয়, চলছে যুগ যুগ ধরে,
দুঃখ এটাই নিষ্ঠাপাণ প্রাণগুলো সব এদের মাশুল ভরে ॥

মা বোন সব আছে এদের, অনাথ এরা নয়,
কিন্তু অন্যের মেয়ে দেখলেই জিভেতে লালা বয় ॥
নির্মমতার কত শত রূপ, দেখছি দিন ভোর রাত,
মন করে সব আনি কানুন ভুলে, কেটে ফেলি এদের হাত ॥

শিক্ষা দীক্ষা আধুনিকতায় এগিয়েছে রাজ্য দেশ,
বদলায়নি ওই নরপিশাচগুলো, আছে তারা কিন্তু বেশ ॥
শান্তি যেই এদের একজনের হয়, অন্যজন উঠে আসে,
মুখোশের আড়ালে পশুগুলো সব লুকিয়ে আছে আশেপাশে ॥

তাই বলি কী, জীবনটা তোর, তোকেই বুঝতে হবে,
দরকারেতে তোকে কালী, দুর্গার রূপ ধরতে হবে ॥
তবুও আশায় বাঁধি এই নন, হয়তো সুদিন আসবে,
পাপের বিনাশে নতুন আলোয় চারিদিক ভরে থাকবে ॥





Sunny Winters: A Tropical Tale

-By Adina Sarkar

Brrrr, it's cold! Well, at least it should be, it's Christmas! However, winter in the tropics is pretending it's winter but forgetting to freeze!

We're still in shorts, sipping coconut water and dreaming of snowflakes. Winter for us, is like a warm hug with just a hint of chill, enough to bring out our sweatshirts but not enough to see our breath in the air. The sun seems kinder during these months, giving us golden mornings and cozy afternoons. It's my favorite time of the year because not only is it winter, but it's also the Christmas season! And Christmas in the tropics has its own sunny sparkle!

Every Christmas Eve, we head to the beach and we pack our picnic baskets, sunscreen and a small Christmas tree that fits perfectly in a bucket of sand. The beach would be buzzing with holiday cheer.

My friends and I build sandmen instead of snowmen, decorating them with seashells and twigs. We add a christmassy scarf to our sandman. As the sun starts setting, the sky turns into a painting of pinks and oranges, our party begins. Mom brings out her famous plum cake, and we sing carols while the waves add their own tune in the background. It's like the whole holiday is taking a vacation!

I wonder if Santa comes on the surfboard and holidays under the palm trees! But even though it's hot, Christmas always feels magical. When people sing "Jingle Bells," the tunes mix with the sound of the wind through the palm trees. Whether it's sipping hot cocoa under the stars or building sandmen, tropical winters are proof that happiness isn't about fuzzy socks, it's about the love, laughter, and little traditions that make life beautiful.

UPCOMING *Events*



Sunday, 12 p.m. onwards

Winter Carnival

Join us for a day of khawa-dawa, adda, kena-kata, hanshi - warmth of joy and togetherness!

Jan
19
2025



Every Mon-Wed-Fri, 5:00-6:00 pm

Yoga with Guru Shri Bharti

Join us for yoga classes for physical and mental wellbeing at Durgabari

Thrice a week
Ongoing

Thank You

A Heartfelt Thank You: Launching DurgaBari Songbad

As winter's crisp embrace surrounds us, we are overjoyed to unveil DurgaBari Songbad, our first-ever online newsletter. This is more than just a publication—it is our voice, echoing the vibrant spirit of DurgaBari, where culture, community, and spirituality come together in perfect harmony.

We extend our heartfelt gratitude to every contributor who made this possible. From the elders who shared their wisdom to the children whose artwork and stories brought smiles to our faces—your contributions are the soul of this endeavor. You've made Songbad a true celebration of creativity and connection.

DurgaBari is not just a haven but an emotion—a confluence of shared traditions and values that inspire togetherness. With this newsletter, we hope to bring that essence alive in every story, poem, and artwork. We aim to create a digital tapestry that binds us closer as a community, no matter where we are.

This journey wouldn't have been possible without the dedication of Team Songbad:

Content Team: Sudeshna Mitra, Purnendu Dutta

Design Team: Riddhi Chatterjee, Shreya Banerjee, Burna Nayar

Technical Team: Ronodeep Majumdar, Arunava Sinha

We invite you to join us in making DurgaBari Songbad a cherished tradition. Your feedback and participation will help us grow and reflect the true spirit of our community. Together, let's celebrate creativity, culture, and connection.

Warm regards,

Durgabari Songbad Team